

আমরা সবাই জানি, মাইক্রোসফট উইন্ডোজের অন্যতম প্রধান বা মৌলিক অংশ হলো উইন্ডো। উইন্ডোজ আমরা যে কাজই করা না কেন, তা কেনো না কেনোভাবে উইন্ডোর সাথে সম্পর্কিত। তবে আপন যদি শুধু উইন্ডোজের উইন্ডো গুণে, স্টোজ, ড্রাগ এবং এ ধরনের কাজের অর্থাৎ সীমাবদ্ধ থাকেন তহলে নির্ভরীয় বলা যায়, আপন কিছু চমৎকার কৌশল থেকে নিজেকে বঞ্চিত করবেন।

উইন্ডোজ বিস্তৃত উইন্ডো নিয়ে কাজ করার জন্য রয়েছে বিভিন্ন উপায়। যেমন- চতুর্ভুজপূর্ণ কীবোর্ড শর্টকাট থেকে শুরু করে মেনু অপশনে দক্ষতা। তবে সমস্যা হলো, মাইক্রোসফট এগুলো সহজে বুঝে পাওয়া যায় না। তাই এই কঠিন কাজটি সহজে করার উদ্দেশ্যে কর্মপটটির জগৎ-এর নিয়মিত বিজ্ঞান পাঠশালায় এবার কুলে ধরা হয়েছে উইন্ডোজের উইন্ডো নিয়ে কাজ করার সহজ কৌশল।

উইন্ডোজের নানা উইন্ডো

উইন্ডোজের উইন্ডো সম্পর্কে স্বজ্ঞে ধারণা পেতে চাইলে প্রথমে জানতে হবে উইন্ডোর প্রকারভেদ। উইন্ডোজ রয়েছে মূলত তিন ধরনের উইন্ডো উপাদান। প্রথমটি হলো উইন্ডোজ এক্সপ্লোরার উইন্ডো, যা ডিস্ক বা ফোন্ডারের কনটেন্ট প্রদর্শন করে। দ্বিতীয়টি হলো অ্যাপ্লিকেশন উইন্ডো যা অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে প্রদর্শিত হয়, যেমন- মাইক্রোসফট ওয়ার্ড এবং ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার ইত্যাদি। তৃতীয় ও চতুর্থটি হলো ডায়ালগ উইন্ডো যা উইন্ডোজ ও অ্যাপ্লিকেশনের বিভিন্ন অপশনের সাথে মিথস্ক্রিয়া করে পরামর্শের ওপর কাজ করার জন্য, যদিও তাদের কনটেন্ট ভিন্ন। এ তিন ধরনের উইন্ডোর লুক ও কাজ প্রায় একই ধরনের। উইন্ডোজ ৭ এবং ডিভান্টার কসমেটিক পরিবর্তন ঘটানো হলেও জটিলতার ধন-প্রকৃতি একই।

একটি গুপেণ উইন্ডোকে উইন্ডোজের ডেস্কটপজুড়ে মুক্ত করানো যায় বায়ট্রিক করে এবং টাইটেলবারে ড্রাগ করার মাধ্যমে। অনুরূপভাবে একটি উইন্ডোকে রিসাইজ করা যায় বায়ট্রিক এবং চার প্রান্তের যেকোনো এক প্রান্তকে ড্রাগ করার মাধ্যমে। তারপরও কোনো কোনো উইন্ডো এবং ডায়ালগ বন্ধকে রিসাইজ করা যায় না।

সব উইন্ডোর উপরে ডান প্রান্তে টাইটেল বারের X চিহ্নবৃত্ত নৃনক্রম একটি বাটন থাকে যেখানে ক্লিক করে উইন্ডো বন্ধ করা হয়। একটি গুপেণ ডায়ালগ বন্ধের রয়েছে একই ইচ্ছের যেমনটি কাজ করে Cancel বাটনে ক্লিক করলে।

অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে এটি নির্ভর করে আপন কোন X বাটনে ক্লিক করবেন তার ওপর। File মেনু গুপেণ করে Close বাটনে ক্লিক করলে যে অবস্থা সৃষ্টি হবে, অনুরূপ অবস্থা সৃষ্টি হবে অভ্যন্তরীণ ডকুমেন্ট উইন্ডোর X বাটনে

ক্লিক করলে। এবার বইয়ের অ্যাপ্লিকেশন উইন্ডোর জন্য একটিকে ক্লিক করলে দেখতে পাবেন, এটি ফাইল মেনুর Exit বেছে নেয়ার মতো কাজ করে।

কোনো কোনো উইন্ডোর উপরে ডান প্রান্তে আরো দুটি বাটন থাকে। প্রথম বাটনে আন্ডারস্কোর () থাকে, যাকে মিনিমাইজ বাটন বলে। এটি টাস্কবারের একটি উইন্ডো বাটন। দ্বিতীয় বাটনটি উইন্ডোর বর্তমান সাইজের ওপর ভিত্তি করে পরিবর্তিত হয়। যখন উইন্ডো ডেস্কটপের চেয়ে ছোট হয়, তখন এটি বর্গাকার হবে। এক ক্লিক করলে উইন্ডো ম্যাক্সিমাইজ হবে এবং পুরো ডেস্কটপকে পরিপূর্ণ করবে।

এরপর আরো কী ব্যবহার করুন উইন্ডো মুক্ত করার জন্য এবং কাজ শেষে এটির চাপুন। একই ব্যাপারে প্রয়োগ করা যায় সাইজ অপশনের ক্ষেত্রেও। এজন্য Alt+spacebar চেপে S চাপতে হবে। এটি কার্সর কী-কে ব্যবহার করে প্রকৃতি উইন্ডোকে সাহলে, পেছনে, পাশে সরানোর জন্য।

দ্রুত রিসাইজিং কৌশল

এসব কীবোর্ড শর্টকাট ধান সবেই অর্ঘভজন গুপেণ উইন্ডো নিয়ে কাজ করা যায় কৌশলে। এজন্য এক্সপ্লোরার ক্ষেত্রে Alt+Tab কী বা উইন্ডোজ ডিভান্টার উইন্ডোজ ৭-এর ক্ষেত্রে উইন্ডোজ +

উইন্ডোজের উইন্ডো নিয়ে কাজ করা

তাসনুভা মাহমুদ

ম্যাক্সিমাইজড উইন্ডোতে বাটন দেখতে অনেকটা দুটি ছোট ওভারল্যাপিং বর্গের মতো মনে হয় এবং এটি উইন্ডোকে আশের সাইজ ও অবস্থানে ফিরিয়ে নিয়ে আসে।

কীবোর্ড কন্ট্রোল

সব উইন্ডোর রয়েছে একটি চতুর্ভুজ বাটন, যা টাইটেলবারের বাম প্রান্তে থাকে। এটি শুধু তখনই দেখা যায়, যখন উইন্ডোজ ড্রাসিক থিম সক্রিয় থাকে। তবে অশুভ হয়ে সব সময় বিদ্যমান থাকে উইন্ডোজ ৭, ডিভান্টার ও এক্সপ্লোরার ডিফল্ট থিমসহ। বাটনটি দেখা গেলে মেনু অপশন গুপেণ করার জন্য এতে ক্লিক করুন। এটি কীবোর্ড শর্টকাটের মাধ্যমেও গুপেণ করা যায়। এজন্য Alt+spacebar কী দুটি একত্রে চাপুন। বেখিনতল মেনু অপশনই ইতোপূর্বে বর্ণিত তিন ধরনের বাটনের মতো।

প্রায় সব কাজের জন্য রয়েছে করার জন্য শর্টকাট। গুপেণ উইন্ডোকে ম্যাসেজ করার জন্য এই কীবোর্ড শর্টকাট ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন Alt+spacebar+N চাপলে উইন্ডো টাস্কবারে মিনিমাইজ হবে। Alt+spacebar+X চাপলে উইন্ডো ম্যাক্সিমাইজ হবে। Alt+spacebar+R চাপলে উইন্ডো আশের সাইজে রিস্টোর হবে। আর Alt+spacebar+C চাপলে উইন্ডো বন্ধ হবে।

উইন্ডো মেনুর আরো দুটি অপশন রয়েছে, যা অফার করে আরো বেশি সহায়ক কৌশল, যেমন Move এবং Size অপশন। মার্বমধ্যে একটি উইন্ডো গুপেণ থাকতে পারে ডেস্কটপে। এক্ষেত্রে টাইটেলবারের অবস্থান হয় ডিভনের ওপরের দিকে।

Alt+spacebar চেপে উইন্ডো মেনু গুপেণ করুন। এবার M চাপুন মুক্ত অপশনের জন্য।

চাপ কী চেপে ফন্টের সঙ্কর এগুলো পেতে পারেন।

এমন অবস্থায় আরো কিছু সহায়ক শর্টকাট রয়েছে। এজন্য টাস্কবারের বাম জায়গায় ডানক্লিক করলে একটি মেনু গুপেণ হবে গুপেণ উইন্ডোর জন্য, যা হবে অধিকতর ম্যাসেজমেন্ট অপশনসম্বলিত। উইন্ডোজ ডিভান্টার সামান্য কিছু পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে। তবে অপশনগুলো একই কাজ করে। প্রথম ক্যাসকেড উইন্ডো সব গুপেণ উইন্ডোকে রিসাইজ করে যেখানে সঙ্কর হয় এবং এমনভাবে সারি করে রাখে যাতে সেগুলো একে অপরের ওপর ওভারল্যাপ করে থাকে। এটি একটি চমৎকার উপায়, যার মাধ্যমে গুপেণ করা সব উইন্ডোর টাইটেলবার এক বন্ধকে দেখা যায়। এক্ষেত্রে মিনিমাইজ উইন্ডো প্রভাব ফেলবে না।

পরবর্তী দুই 'tile' টাস্কবার অপশনের কাজ হলো সব গুপেণ হওয়া উইন্ডোকে রিসাইজ ও পুনর্নির্দেশ করা, যাতে করে সেগুলো একে অপরের কাছাকাছি বসে। এগুলো বিদ্যাসিত হয় হরাইজন্টালি নয়তো ভার্টিক্যালি। অর্থাৎ উইন্ডোগুলো উইন্ডোজ ৭ বা ডিভান্টার স্ট্যাকড নয়তোভাবে পাশাপাশি বিন্যাসিত হয়। এটি ভালো কাজ করে দুটি উইন্ডোজ একগুণে-রঙের উইন্ডোর ক্ষেত্রে, বিশেষ করে যখন এক উইন্ডো থেকে অন্য উইন্ডোতে ফাইল কপি করা হয়। সবশেষ অপশন হলো 'Show the desktop', যা সব গুপেণ উইন্ডোকে মিনিমাইজ করে টাস্কবারে নিয়ে যাবে যাতে ডেস্কটপ দৃষ্টিগোচরে আসে। একাজটি উইন্ডোজ কী + D কী দুটি একত্রে চাপলেও একই ফল পাওয়া যায়।

ফিডব্যাক : mahmood_sw@yahoo.com